জুতা মেরে মুখ ভোঁতা করতে চাইলো সভাপতি !

কর্ণফুলীর বিশেষ রিপোর্ট

বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি বৈশাখী মেলার আগের দিন অর্থাৎ জুম্মাবারে সিডনীস্থ ত্রিভঙ্গ একটি বঙ্গবন্ধু পরিষদে ভীষন এক বৈশাখী ঝড় বয়ে গিয়েছিল। উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এর 'গাল' লক্ষ্য করে একটি বিশেষ বৈঠকে সভাপতি সাহেবের পাদুকা ছুটে এসেছিল ঝটিকার বেগে। আরেকটি মামলা ঝামেলা থেকে নির্ঘাত বেঁচে গেল বঙ্গবন্ধু পরিষদ। আগামী বছর উক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদ কি বৈশাখী মেলা উদযাপন করতে পারবে, নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাবে সেই তৃতিয় অংশ 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ'এর মত ? উক্ত সংগঠনটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ইতোমধ্যে তিনখন্ড হয়েই আছে, তারোপর আরো একটি ভাঙ্গা কি সমাসন্ন ?

পাদটিকা - ঘরে যোগ্য 'পতি' বা 'পিতা' না হতে পারলেও এ শ্রেণীর অনেকেই বিভিন্ন বাংলাদেশী সংগঠনের 'নেতা' ও নেতাদের 'হাতা' হওয়ার জন্যে দাঁড়ায়। সিডনীতে নেতা এখন পাড়ায়, পাড়ায়, ঘরে ঘরে, এমনকি রুমে, রুমে। এক রুমে বাবা নেতা তো, আরেক রুমে ছেলে নেতা, এক রুমে মা নেত্রী, তো আরেক রুমে মেয়ে নেত্রী। তাই কে শোনে কার কথা! 'সেদ্ধ-নুডলস' এর মত মোলায়েম ও আঁকাবাঁকা ব্যক্তিত্বের এসকল তথাকথিত নেতারা পদ ও পদবীর জন্যে চট জলদি শক্ত হয়ে যখন তখন দাঁড়িয়ে যায়! সিডনীতে অনুষ্ঠিত সংগঠনের সংবাদ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ছাপানো যেকোন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানমালার ছবিগুলো সামান্য খুঁটিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় এরাই নেতা, এরাই বিশেষ অতিথি, এরাই প্রধান অতিথি, এরাই দর্শক এবং এরাই আবার শ্রোতা। সাথে 'আন্ডা-বাচ্চা' সহ উপস্থিত থাকে তাদেরই পরিবার পরিজন। দেশ থেকে কোন 'নেতা'র বৃদ্ধ মা-বাবা বেড়াতে আসলে তাকেও উক্ত সমাবেশে টেনে নিয়ে যেতে অনেক 'নেতা' ভুল করেন না। তার উপরে ফাও হিসেবে কিছু 'প্রবাসী টোকাই'কে 'অনুষ্ঠান শেষে খাওয়ার ব্যাবস্থা আছে' লোভ দেখিয়ে বোগলদাবা করে অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। যেমনটি হয়ে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মিছিল ও জনসমাবেশে। দুর্নীতিতে 'পদক'প্রাপ্ত ও অভাবের তাড়নায় চরিত্রহারা দুর্ভাগা বাংলাদেশে একমুঠো ভাত ও কয়েক সিকি পয়সা হাতে গুঁজে দেয়ার লোভ দেখিয়ে যেভাবে জড়ো করা হয় শত শত টোকাই ও বাস্তুহারা মানুষদেরকে। সিডনীতেও উপশম অযোগ্য এ ব্যধী সংক্রমিত হয়েছে অনেক আগে। লোক দেখানো এই 'গন-হাজিরা' চর্চা চলছে অনেকদিন যাবৎ। কারণ সিডনীতেও আছে প্রচুর 'টোকাই' ও হাভাতে 'পথকলি'। এদের সংখ্যাও বাড়ছে দিনে দিনে। একবেলা 'ভাতের' কথা বলে এশ্রেনীর টোকাই ও পথকলিদেরকে সিডনীর বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে জড়ো করে কত অপদার্থ ও অযোগ্য ব্যক্তি 'নেতা' হওয়ার সার্টিফিকেট অর্জন করেছে তার সঠিক হিসেব নেই। তার উপরে 'ডক্টরেট' রুপী আছে কিছু শাখামৃগ যাদের অনেকের 'ঘর'ই ঠিক নেই, কটিদেশে হাড় বিচ্যুত সেই ডক্টরেটগুলো সামান্য একটু পরিচিতির লোভে এসকল স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন নেতাদের 'হাতা' হয়ে বিভিন্ন সমাবেশে চোখমুদে হাজির হয়ে থাকে, দলের পক্ষে কমিউনিটি রেডিওতে আবোল-তাবোল বকে। 'সেদ্ধ-নুডলস' রূপের এ ডক্টরেটগুলো অবশ্য 'ভাতে'র লোভে কোন অনুষ্ঠানে ছুটে যায় না, এরা যায় মাইক্রোফোন হাতে মঞ্চে একটু দাঁড়ানোর আশায়। কারণ ঘরে এদের ঘরণীরা ওদের 'কথা' শুনেনা, তাই সেই অবাধ্য ও অতৃপ্ত ঘরণীকে নিজের 'মর্দাঙ্গী' দেখানোর জন্যেই এরা মঞ্চ ও মাইক্রোফোনের প্রতি 'আকৃষ্টেড' হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে আসে। 'কার পেছনে কে হাঁটে, কেন হাঁটে' এবং 'কে নেতা ও কে হাতা' বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলোতে প্রচারিত সংবাদ ও ছবিগুলোর সাথে এই প্রশ্ন দুটি মিলিয়ে একটু বিশ্লেষন করলেই উক্ত 'পাদটিকা'র সত্যতা প্রমানিত হয়ে যাবে।

দুর্ভাগা জাতির হতভাগা এসকল প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের নিয়ে লেখা কর্ণফুলীর আসন্ন আপডেটের একটি বিশেষ প্রতিবেদনে থাকবে অনেক গোপন ও অজানা তথ্য। দয়াকরে অপেক্ষা করুন।